৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ ।

এফআইডি সার্কুলার নং: ০১

তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
২০ মাঘ, ১৪৩২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অধিকতর সম্পৃক্তকরণে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্স প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৭/২০১৩ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালায় স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, এটিএম/ডেবিট কার্ড প্রদান, শিক্ষা বিমার প্রিমিয়াম গ্রহণসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং স্কুল কেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

২. এ কার্যক্রমকে অধিকতর বেগবান, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে আলোচ্য সার্কুলার জারির মাধ্যমে “স্কুল ব্যাংকিং” ধারণাটি “স্টুডেন্ট ব্যাংকিং” নামে অভিহিতপূর্ব প্রযুক্তির উন্নয়ন ও নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমসাময়িক নীতি ও পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হলো এবং একইসাথে স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে ২০১৩ সালে জারিকৃত সার্কুলার ও সংযোজনী-১ এ বর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশাবলী এ সার্কুলারের মাধ্যমে রহিত করা হলো।

৩. গাইডলাইন্সে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনির্মাণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবায় অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. শিক্ষার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে একটি আত্মবিশ্বাসী তরুণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে এ গাইডলাইন্স অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৫. ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত অন্যান্য সকল প্রযোজ্য নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

৬. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ ইকবাল মহসীন)
পরিচালক(এফআইডি)
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
ফোন: ৯৫৩০৩৪৩
iqbal.mohsin@bb.org.bd

সংযোজনী-১

ক্রমিক নং	সার্কুলার নং	তারিখ	শিরোনাম
০১	জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং-০১	১১/০৪/২০১৩	গ্রিন ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং এবং সিএসআর কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।
০২	জিবিসিএসআরডি সার্কলার নং-০৭	২৮/১০/২০১৩	স্কুল ব্যাংকিং নীতিমালা।
০৩	এফআইডি সার্কুলার নং-০৩	২৭/০৯/২০১৫	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি সহ অন্যান্য ফিস/চার্জ গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা প্রদান প্রসঙ্গে।
০৪	এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০২	০৪/১১/২০১৫	স্কুল ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খোলা প্রসঙ্গে।
০৫	এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১	২৮/০১/২০১৮	স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খোলা প্রসঙ্গে।
০৬	এফআইডি সার্কুলার লেটার নং -০২	১৭/১২/২০১৮	স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরণ প্রসঙ্গে।
০৭	এফআইডি সার্কুলার লেটার নং -০২	১৯/০৯/২০২১	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' সংক্রান্ত লেনদেন পরিচালনা প্রসঙ্গে।

স্টুডেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্স
Student Banking Guidelines

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সম্পাদকীয় কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা

ড. আহ্সান এইচ. মনসুর, গভর্নর

উপদেষ্টাবৃন্দ

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি গভর্নর

রূপ রতন পাইন, নির্বাহী পরিচালক

সমন্বয়কারী

মোঃ ইকবাল মহ্সীন, পরিচালক (এফআইডি)
আবেদা রহিম, অতিরিক্ত পরিচালক
কাজী মুতমাইন্না তাহমিদা, অতিরিক্ত পরিচালক
মোঃ আলী হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক
হাসান কাজী তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক

সম্পাদনা

গোলাম সারোয়ার
যুগ্মপরিচালক

নিশাত আফরোজ বিন্নি
যুগ্মপরিচালক

মোঃ মাহাবুব-উল আলম
উপপরিচালক

মুহাম্মদ ওবায়দুর রশীদ
উপপরিচালক

মোঃ ইমরুল হাসান
সহকারী পরিচালক

ভূমিকা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বাংলাদেশের জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে, বিশেষত আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ও সীমিত পরিষেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য বিবেচনায় বাংলাদেশের জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলপত্রে জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নাগরিকদের সহজে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ছোটবেলা থেকেই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের উদ্যোগ অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে "স্কুল ব্যাংকিং" কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে এবং ২০১৩ সালে স্কুল ব্যাংকিংয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা জারি করে। এর মাধ্যমে প্রায় অর্ধকোটি শিক্ষার্থী স্বল্প পরিমাণ আমানত রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এই কার্যক্রম কেবল সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়তেই সহায়তা করছে না, বরং ভবিষ্যতের সচেতন ব্যাংক গ্রাহক তৈরি করছে, যারা দেশের আর্থিক খাতকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলবে।

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার উন্নতির ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের মাধ্যমে ভবিষ্যতের আর্থিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, তরুণদের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সাক্ষরতা উন্নয়ন অপরিহার্য।

এ প্রেক্ষিতে, শিক্ষার্থীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, কাঠামোবদ্ধ ও নীতিগতভাবে পরিচালনার জন্য একটি সময়োপযোগী ও সমন্বিত গাইডলাইন্স প্রণয়ন জরুরি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এই গাইডলাইন্সের মাধ্যমে দেশের সকল ব্যাংকের জন্য অভিন্ন নীতি কাঠামো তৈরি হবে, যার আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, স্বল্পমূল্যের ও প্রযুক্তি-সক্ষম ব্যাংকিং সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে। একই সঙ্গে, এই উদ্যোগ জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি, আর্থিক সচেতনতা সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ আর্থিক পরিকল্পনাকারী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

এই গাইডলাইন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক খাতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রাখবে।

সূচিপত্র

১. উদ্দেশ্য ১

২. উপকারভোগী শিক্ষার্থী ১

৩. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা ১-৩

৪. হিসাবের প্রকৃতি ৩

৫. নাগরিকত্ব ৩

৬. হিসাবধারীর অর্থের উৎস ৩

৭. সর্বোচ্চ সুদ/মুনাফা ৩

৮. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে বৃত্তি/ উপবৃত্তির অর্থ প্রদান ও ছাত্র/ছাত্রীদের বেতন/ফি সংগ্রহ ৪

৯. অনলাইন ব্যাংকিং ৪

১০. তরুণ (১৮-২৫ বছর বয়সী) শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুবিধা ৪

১১. ব্যাংকের শাখা/উপশাখা প্রতি অন্তত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ ৪

১২. শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি ৫

১৩. বুথ/ভ্রাম্যমাণ কাউন্টার/ উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান ৫

১৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ছাত্রী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ৫

১৫. প্রণোদনা ও সচেতনতামূলক ব্যবস্থা ৫

১৬. শিক্ষা বীমা ৫

১৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৬

১৮. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা প্রসঙ্গে ৬

১৯. প্রতিবেদন দাখিল ও মনিটরিং ৬

২০. অন্যান্য ৬

০১. উদ্দেশ্য:

ক. শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক তথা ব্যাংকিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

খ. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরো স্বচ্ছ, সচেতনতামূলক ও গতিশীল করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা যথার্থভাবে পৌঁছে দেওয়া ।

গ. উচ্চতর পর্যায়ে (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং, ঋণ, বৃত্তি, আন্তর্জাতিক লেনদেন ও অন্যান্য আর্থিক কর্মকান্ড সহজীকরণ এবং শিক্ষার্থীদের ফ্রিল্যান্সিং, খন্ডকালীন চাকরি বা অন্যান্য বৈধ উপায়ে উপার্জিত/অর্জিত আয় সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার নিমিত্ত "স্কুল ব্যাংকিং" ধারণাটি "স্টুডেন্ট ব্যাংকিং" নামে অভিহিতপূর্বক শিক্ষার্থীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল ব্যাংকিং দক্ষতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

ঘ. বাংলাদেশে আর্থিক সাক্ষরতা/শিক্ষা নির্দেশিকা/নীতিমালা (Financial Literacy Guidelines) অনুসরণ করে এর বাস্তবায়ন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সহজ ও ব্যবহারকারী-বান্ধব স্টুডেন্ট ব্যাংকিং (Student Banking) গাইডলাইন্স প্রণয়ন।

ঙ. শিক্ষার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনির্মাণের মাধ্যমে একটি আত্মবিশ্বাসী তরুণ সমাজ গঠনপূর্বক দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখা।

চ. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ, হুন্ডি/হাওলা, ব্যক্তিগত ব্যাংকিং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, ডিজিটাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও হিসাবের সম্ভাব্য অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

০২. উপকারভোগী শিক্ষার্থী:

ক. শিক্ষার্থী (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর) → অর্থের সঠিক ব্যবহার, সঞ্চয় ও আর্থিক পরিকল্পনার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। অভিভাবকের সম্মতিক্রমে শিক্ষার্থীরা সহজ শর্তে হিসাব খুলতে পারবে।

খ. শিক্ষার্থী (১৮-২৫ বছর) → বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চতর পর্যায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হিসাবের মাধ্যমে (অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন নেই) লেনদেন ও সঞ্চয়ের সুবিধার পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তি এবং উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য আর্থিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

০৩. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা:

নং	ধরন	স্কুল/কলেজগামী শিক্ষার্থী (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর)	তরুণ শিক্ষার্থী (১৮-২৫ বছর)
ক	**হিসাবের নাম:**	স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব (Student Banking Account)	
খ	**হিসাব খোলা:** যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী যে কোন শিক্ষার্থী ব্যাংকে মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	পিতা/মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের সহায়তায়।	নিজ।
গ	**হিসাব পরিচালনা:**	শিক্ষার্থী পিতা/মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় হিসাবটি পরিচালনা করতে পারবে।	নিজেই হিসাব পরিচালনা করতে পারবে (দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হিসাব পরিচালনাকারী বা সিগনেটরি নির্ধারিত হবে)।
ঘ	**হিসাব খোলার ফরম:** স্টুডেন্ট ব্যাংকিং এর হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান Uniform Account Opening Form এবং KYC (Know Your Customer) ফরম	শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক উভয়কেই ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমে বৈধ অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।	প্রচলিত আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী।

	ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি-বিধান এবং নীতিমালাসমূহ প্রযোজ্য হবে।		
ঙ	**হিসাব খোলার সময় প্রয়োজনীয় দলিলাদি:** হিসাব খোলার সময় হিসাবধারী এবং হিসাব পরিচালনাকারী উভয়ের যথাযথ KYC নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র/সর্বশেষ মাসের বেতন রশিদের অনুলিপি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য দলিলাদি নিতে পারবে। গৃহীত দলিলাদি বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে।	বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যেকোনো দলিল (নাগরিকত্ব সনদ/প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট এর কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদি) গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংক অভিভাবকগণকে তাদের পোষ্যের সকল লেনদেনের বিবরণ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন রাখার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	**নতুন হিসাব:** প্রচলিত আইন অনুযায়ী। **বিদ্যমান হিসাবসমূহ:** হিসাবধারীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে পূর্ণাঙ্গ KYC/e-KYC সম্পাদন করতে হবে এবং TP (Transaction Profile) সহ অন্যান্য ঘোষণা পত্র গ্রহণ করতে হবে।
চ	**লেনদেনের প্রকৃতি:**	এরূপ হিসাবের বিপরীতে এটিএম কার্ড (ডেবিট কার্ড, টাকাপে কার্ড) ইস্যু করা যাবে কিন্তু কোনরূপ চেকবুক ইস্যু করা যাবে না। এটিএম কার্ডের মাধ্যমে, Point of Sales (POS) এবং অনলাইন মাধ্যমে মাসিক উত্তোলন সীমা হবে সর্বোচ্চ ১৫,০০০/-(টাকা পনেরো হাজার মাত্র)।তবে, অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ সীমা সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-(টাকা পঁচিশ হাজার মাত্র)-এ বর্ধিত করা যেতে পারে। মাসিক জমার পরিমাণ সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (টাকা পঁচিশ হাজার মাত্র)। তবে, হিসাবের স্থিতি সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/-(টাকা তিন লক্ষ মাত্র) এর বেশী হতে পারবে না। স্টুডেন্ট ব্যাংক হিসাবের সাথে সংযুক্ত DPS (মাসিক সঞ্চয়ী স্কিম) (যদি থাকে) এর মেয়াদান্তে অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমুদয় অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক সতর্কতার সাথে তদারকি করতে হবে।	এরূপ হিসাবের বিপরীতে চেকবুক, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, অন্যান্য কার্ড, ইন্টারন্যাশনাল কার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইস্যু করা যাবে। চেকবুক, কার্ডের মাধ্যমে, Point of Sales (POS) এবং অনলাইন মাধ্যমে উত্তোলন সীমা ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এবং লেনদেনের সীমা শিক্ষার্থীর KYC/TP অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
ছ	**SMS Transaction Alert:**	হিসাবধারীর অভিভাবকের মোবাইলে SMS Transaction Alert এর ব্যবস্থা থাকতে হবে (হিসাবে লেনদেন সম্পন্ন হওয়া মাত্রই অভিভাবকের মোবাইল নম্বরে লেনদেনের বিস্তারিত এসএমএস	হিসাবধারীর মোবাইলে SMS Transaction Alert এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিভিন্ন অনলাইন লেনদেনের জন্য ওটিপি হিসাবধারীর মোবাইলে প্রেরিত হবে।

		আকারে যাবে)। বিভিন্ন অনলাইন লেনদেনের জন্য ওটিপি অভিভাবকের মোবাইলে প্রেরিত হবে।	
জ	**সার্ভিস চার্জ/ফি:**	SMS Transaction Alert, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড (ডেবিট কার্ড, টাকাপে কার্ড) ইস্যু ও নবায়ন ফি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারি ফি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।	সরকারি ফি ব্যতীত SMS Transaction Alert, চেকবুক, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা চালু ও এটিএম/ডেবিট/ক্রেডিট/ ইন্টারন্যাশনাল কার্ড ইস্যু ও নবায়ন ফি ইত্যাদি এবং Schedule of Charges এ উল্লেখিত ফি হতে ৫০% ডিসকাউন্ট সুবিধা প্রযোজ্য হবে।
ঝ	**নমিনী:**	বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক।	সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের ন্যায় (দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নমিনী নির্বাচন করা যাবে)।

০৪. হিসাবের প্রকৃতি:

ক. একজন শিক্ষার্থীর একটি স্টুডেন্ট হিসাব (সঞ্চয়ী হিসাব আকারে) খোলা যাবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বা অন্যান্য প্রয়োজনে পূর্বের হিসাব বন্ধ করা সাপেক্ষে আবার হিসাব খোলা যাবে। এ হিসাব হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে যে কোন ডিপিএস খোলা যাবে।

খ. হিসাবধারীর বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে হিসাবধারীর সম্মতির প্রেক্ষিতে এরূপ হিসাব সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত হবে এবং তা চালু থাকবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি-বিধান এবং নীতিমালাসমূহ যথারীতি প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ KYC সম্পাদন করতে হবে এবং TP সহ অন্যান্য ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে হবে। হিসাবধারীর বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হবার পর সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ হিসাব হতে কোন নগদ উত্তোলন/তহবিল স্থানান্তর (হিসাব বন্ধকরণ ব্যতীত) করা যাবে না এবং সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত এসকল হিসাবে অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের ন্যায় চার্জ প্রযোজ্য হবে।

গ. হিসাবধারী শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম চলমান না থাকলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে স্টুডেন্ট একাউন্ট বন্ধ করতে পারবে।

ঘ. হিসাবধারীর মৃত্যু ঘটলে সুবিধাভোগী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ও সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি-বিধান এবং নীতিমালাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

০৫. নাগরিকত্ব: হিসাবধারী শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

০৬. হিসাবধারীর অর্থের উৎস: Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি-বিধান এবং নীতিমালা অনুযায়ী হিসাবে জমাকৃত অর্থের উৎসের আইনগত বৈধতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে এবং সম্পাদিত লেনদেন সে প্রেক্ষিতে যৌক্তিক হতে হবে; সিটিআর/এসটিআর রিপোর্টিং এর অনুকরণে স্টুডেন্ট হিসাবে ট্রানজেকশন প্রোফাইল ঘোষণাপত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন লেনদেন, অথবা লেনদেনের উদ্দেশ্য জ্ঞাত নয় এরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রাথমিক অনুসন্ধানপূর্বক তা যথানিয়মে BFIU-কে অবহিত করবে।

০৭. সর্বোচ্চ সুদ/মুনাফা: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহে ব্যাংকের বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে প্রদত্ত সর্বোচ্চ সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হবে।

০৮. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে বৃত্তি/উপবৃত্তির অর্থ প্রদান ও ছাত্র/ছাত্রীদের বেতন/ফি সংগ্রহ:

ক. এসব হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতন/ফি ও অন্যান্য ফি সংগ্রহ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে লিখিত সমঝোতার মাধ্যমে) করতে পারবে।

খ. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসে, সে উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করবে; বৃত্তি প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি/বোর্ডের/যে কোন বৃত্তি ও উপবৃত্তির টাকা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে জমার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

গ. টিউশন ফিসহ অন্যান্য সকল প্রকার ফি/চার্জ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদানের জন্য অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ চালু অথবা বিদ্যমান অ্যাপে প্রয়োজনীয় ফিচার সংযোজন করে সেবার প্রচলন করবে।

০৯. অনলাইন ব্যাংকিং: অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি বিদ্যমান থাকবে:

ক. যেকোনো ব্যাংক/শাখায় লেনদেন: ব্যাংকের যেকোনো শাখা যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষিত আছে সেসকল শাখা /অন্য ব্যাংকে টিউশন ফিসহ অন্যান্য সব ফি/চার্জ পরিশোধের ব্যবস্থা।

খ. ইন্টারনেট ব্যাংকিং: ব্যাংক/এটিএম/মার্চেন্টের নিকট না গিয়ে শিক্ষার্থী/অভিভাবক কর্তৃক ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে টিউশন ফিসহ অন্যান্য সব ফি/চার্জ পরিশোধের ব্যবস্থা।

গ. পেমেন্ট গেটওয়ে: পেমেন্ট গেটওয়ে/গেটওয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে টিউশন ফিসহ শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সব ফি/চার্জ পরিশোধের ব্যবস্থা।

ঘ. ডিজিটাল অ্যাপ (Digital App) এর ব্যবহার: Digital App (যেমন-মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর হিসাব হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে টিউশন ফিসহ অন্যান্য সব ফি/চার্জ পরিশোধের ব্যবস্থা (এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Guidelines on Mobile Financial Services for the Banks এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে)।

ঙ. কার্ডবেজড পেমেন্ট সিস্টেমস: ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে টিউশন ফিসহ সকল প্রকার ফি/চার্জ পরিশোধের ব্যবস্থা (এটিএম/সিআরএম কিংবা মার্চেন্ট টার্মিনাল, POS মেশিন এর মাধ্যমে এ ধরণের লেনদেন করা যাবে)।

চ. ক্যাশলেস লেনদেন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাশলেস লেনদেনের প্রচলন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ (যেমন QR কোড ও NFC পেমেন্ট)।

ছ. স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন্স: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব ডেবিট করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করার ব্যবস্থা।

১০. তরুণ (১৮-২৫ বছর বয়সী) শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুবিধা:

ক. বিদেশগামী স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারী শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট ফাইল খোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি মেনে অগ্রাধিকার পাবে।

খ. শিক্ষার্থীদের আর্ন্তজাতিক লেনদেন ও বৈধ পথে বৈদেশিক মুদ্রায় উপার্জিত আয় (যেমন:ফ্রিল্যান্সিং) এ হিসাব ব্যবহার করে গ্রহণ করা যাবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে।

১১. ব্যাংকের শাখা/উপশাখা প্রতি অন্তত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ:
সকল ব্যাংককে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে শাখা/উপশাখা প্রতি কমপক্ষে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কিন্ডারগার্টেন/স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/কারিগরি ও বৃত্তিমূলক/বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যম) নির্বাচনপূর্বক তাদের নিকটবর্তী শাখা/উপশাখার মাধ্যমে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা সরাসরি সেই ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে সকল ধরনের ব্যাংকিং সেবা/পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কোন শাখা/উপশাখার সঙ্গে এখনো সংযুক্ত নয়, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বিষয়ে অধিক্রমণ (Overlapping) দূরীকরণে ব্যাংকসমূহ নিজেদের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১২. **শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি:** আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৩. **বুথ/ভ্রাম্যমাণ কাউন্টার/উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান:** ব্যাংকগুলো যথাযথ প্রক্রিয়া ও নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে মাসের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে বা নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে অস্থায়ী বুথ স্থাপন করে, ভ্রাম্যমাণ বুথ/কাউন্টার, উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট ইত্যাদির মাধ্যমে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান সহজতর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ছাত্রী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার:** শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই স্টুডেন্ট ব্যাংকিং পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ সকল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক পণ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শতভাগ শিক্ষার্থীর ও ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারীদের/নো-ফ্রিল হিসাবধারীদের সন্তানদের স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব খোলার বিষয়ে ব্যাংকসমূহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫. **প্রণোদনা ও সচেতনতামূলক ব্যবস্থা:** শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর আস্থা তৈরি এবং অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারেঃ

ক. শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী সামগ্রী ও প্রচারণা তৈরি এবং ইন্টারেক্টিভ কর্মশালার মাধ্যমে সঞ্চয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

খ. সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য বোনাস প্রদান, ধারাবাহিক সঞ্চয়ের জন্য বোনাস পয়েন্ট, গিফট ভাউচার ও শিক্ষা সামগ্রী দেয়া।

গ. আর্থিক পরিষেবার বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াড/চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন।

ঘ. ডিজিটাল সরঞ্জাম/ শিক্ষা উপকরণ (শিক্ষামূলক অ্যাপ, ভিডিও টিউটোরিয়াল ও ওয়েবসাইট) ও বিনোদন (গ্যামিফাইড লার্নিং/অ্যাপ) এর মাধ্যমে আর্থিক (ব্যালেন্স চেক করা, খরচ ট্র্যাক করা) শিক্ষা।

ঙ. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং জনপ্রিয়করণে শতকরা সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থীর স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব চালু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, অগ্রগামী শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসকদের পুরস্কার/সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

চ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাংকের শাখাসমূহে গ্রুপভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

ছ. 'স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব' বিষয়ক গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে কমপক্ষে দুইটি গ্রাহক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ।

জ. গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব' খোলার সুবিধাসমূহ ও খোলার প্রয়োজনীয় দলিলাদি বিষয়ক এসএমএস প্রতি বছরে অন্তত দুইবার গ্রাহকদেরকে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

ঝ. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারীদের মধ্যে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সিএসআর খাত হতে পুরস্কার/বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

ঞ. বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কার্যকলাপের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে নানাবিধ প্রোগ্রাম আয়োজন ও বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিভাষিক বা আঞ্চলিক ভাষায় বিষয়বস্তু তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ।

ট. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ, হুন্ডি/হাওলা, অনলাইন জুয়া, ব্যক্তিগত ব্যাংকিং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, ডিজিটাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও হিসাবের সম্ভাব্য অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৬. **শিক্ষা বীমা:** সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত হিসাবগুলোতে শিক্ষা বীমা সুবিধা প্রদান করতে পারবে যাতে কোন শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সঙ্কটে পড়লে তাদের এই বীমার আওতায় সহায়তা করা সম্ভব হয়।

১৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে-

ক. সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারীদের (শিক্ষা কার্যক্রম চলমান নেই এরূপ শিক্ষার্থীসহ) বৃত্তিমূলক/কারিগরী/তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট স্কিমের আওতায় অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারবে।

খ. বয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারীদের আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতাভিত্তিক পেশা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

গ. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবক কর্তৃক পরিশোধের গ্যারান্টির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

১৮. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা প্রসঙ্গে: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় সব ব্যাংক জাতীয়, বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত (কনফারেন্স, ক্যাম্পিং, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, মেলা, প্রশিক্ষণ ও পর্যালোচনা সভা ইত্যাদি) কার্যক্রম আয়োজন করবে।

১৯. প্রতিবেদন দাখিল ও মনিটরিং:

ক. **বাৎসরিক:** ব্যাংকসমূহ স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-ক) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে এবং স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব ও পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-খ) পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পরিচালক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দাখিল করবে।

খ. **ত্রৈমাসিক:** ব্যাংকসমূহ তাদের স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর নির্ধারিত ছক (সংযুক্তি-গ) মোতাবেক দাখিল করবে।

গ. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোনো সময়ে পরিদর্শন করতে পারবে।

ঘ. ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইটে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করবে।

২০. অন্যান্য:

ক. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান এবং নীতিমালাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

খ. প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক এ গাইডলাইন্সটির সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

গ. ইতোপূর্বে খোলা স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের জন্যও এ গাইডলাইন্স প্রযোজ্য হবে।

ঘ. এই গাইডলাইন্সের বাংলা সংস্করণ ও ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ, অসামঞ্জস্য বা ব্যাখ্যাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে, বাংলা সংস্করণই চূড়ান্ত ও প্রাধান্যযোগ্য বলে গণ্য হবে।

স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

সংযুক্তি-ক

মোট শাখার সংখ্যা (প্রতিবেদন দাখিলের সময় পর্যন্ত):

মোট জেলার সংখ্যা (শাখা বরাদ্দের ভিত্তিতে):

সময়কাল:

ক্রম	বিভাগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্টুডেন্ট ব্যাংকিং (ব্যাংক হিসাব) কর্মসূচি				
		হিসাব সংখ্যা				মোট লক্ষ্যমাত্রা
		ছাত্র		ছাত্রী		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৩+৪+৫+৬
১	ঢাকা					
২	চট্টগ্রাম					
৩	রাজশাহী					
৪	খুলনা					
৫	বরিশাল					
৬	সিলেট					
৭	রংপুর					
৮	ময়মনসিংহ					
মোট						

টীকা ঃ

১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকার অনুমোদিত যেকোনো ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝানো হয়েছে।

২ গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

কর্মকর্তা

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

সংযুক্তি খ

...... সালের স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব ও পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব সংক্রান্ত তথ্য		
সচল হিসাব সংখ্যা	নিষ্ক্রিয় হিসাব সংখ্যা	অ-আমানত হিসাব সংখ্যা

স্টুডেন্ট ব্যাংকিং পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	বিবরণ	স্কুল/কলেজগামী শিক্ষার্থী (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর)			তরুণ শিক্ষার্থী (১৮-২৫ বছর)			মোট
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	ইস্যুকৃত ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের সংখ্যা							
২	চেকবুক ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেন সংখ্যা	X	X	X				
৩	অনলাইন/ডিজিটাল ব্যাংকিং (কার্ডবেজড ও কোডবেজড পেমেন্ট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, পেমেন্ট গেটওয়ে, ডিজিটাল অ্যাপ, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, POS মেশিন, QR Code, NFC পেমেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেন সংখ্যা							
৪	হিসাব ব্যবহার করে পরিশোধিত বেতন/ফি সংখ্যা							
৫	হিসাব ব্যবহার করে সঞ্চয়ী স্কিম খোলার সংখ্যা							
৬	হিসাবে জমাকৃত বৃত্তি/উপবৃত্তির সংখ্যা							
৭	হিসাবধারী কর্তৃক স্টুডেন্ট ফাইল খোলার সংখ্যা							
৮	শিক্ষা বীমা করা হয়েছে এরূপ হিসাব সংখ্যা							
৯	বিতরণকৃত ঋণের সংখ্যা							
১০	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)							

সংযুক্তি- গ

.... সালের মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কর্মসূচির প্রতিবেদন ।

ক্রম	বিভাগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্টুডেন্ট ব্যাংকিং (ব্যাংক হিসাব) কর্মসূচি								শাখার সংখ্যা			সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জেলা সংখ্যা	নতুন হিসাবধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (প্রতিবেদন দাখিলের সময়কালে)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত মোট হিসাবধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মাসিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক লেনদেন হয়েছে এরূপ হিসাব সংখ্যা (প্রতিবেদন দাখিলের সময়কালে)	১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা	২৫ বছর পূর্তি/অন্যান্য কারণে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব হতে সাধারণ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে এরূপ হিসাব সংখ্যা
		হিসাব সংখ্যা				স্থিতি (মিলিয়ন টাকায়)															
		ছাত্র		ছাত্রী		ছাত্র		ছাত্রী													
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	ঢাকা																				
২	চট্টগ্রাম																				
৩	রাজশাহী																				
৪	খুলনা																				
৫	বরিশাল																				
৬	সিলেট																				
৭	রংপুর																				
৮	ময়মনসিংহ																				
মোট																					

টীকা ঃ

১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকার অনুমোদিত যেকোনো ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝানো হয়েছে।

২ গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

৩ প্রতিবেদনে ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য প্রদান করতে হবে।